রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৪০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৭৩—৮৯১	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২২৫—১২৬০	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৩৩—৪৭৯	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৩৩—১২৬৭	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ ভাদ্র ১৪৩২/২৭ আগস্ট ২০২৫

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৩৩.২৫.২২৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (১০৯১১০২২), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জাতীয় পরিচয়পত্র নং ৭৩৪৭০৯৩৮১২ এ আবেদনকারীর মাতার নামের সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাওয়া হলেও তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করেননি; প্রতিবেদনে তার মতামত না থাকায় যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই সংশোধনের আবেদনটি অনুমোদিত হয়; এতদবিষয়ে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করা হলে তার দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, তার উক্তরূপ শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ১০/২০২৫ রুজু করতঃ অভিযোগনামায় কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং ১৭-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি আবেদনকারীর মাতার নাম দুই রকম থাকায় মতামত প্রদান হতে বিরত থাকেন মর্মে ব্যক্তিগত শুনানিতে উল্লেখ করেন;

যেহেতু, আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রে মাতার দুই রকম নাম লিপিবদ্ধ থাকার বিষয়টি তিনি বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করেননি এবং এই সূত্রে তিনি জাতীয় পরিচয়পত্রের অবৈধ সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করেন; তার এইরূপ দায়িত্ব অবহেলার কারণে তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর-কে 'তিরস্কার' সূচক দণ্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নং- ১০/২০২৫ নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪৩২/৩১ আগস্ট ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৬৯.০৮১.১২.২২২**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার জেড এম আতিকুল ইসলাম, (বিডি/৯৪৩৭), জিডি(এন)- কে বিমান বাহিনী অ্যাক্ট রুলস্ ১৯৫৭ এর রুল-১৭ মোতাবেক চাকুরি থেকে অপসারণ করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৮২.২২.৩৫০**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৫৪৮৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশরাফুজ্জামান আশা-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ ভাদ্র, ১৪৩২/২৮ আগস্ট, ২০২৫

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩০.০১২.১৭-৯৯**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৫ বা ১১৪(১) এর বিধানের প্রয়োগ হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ২২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০৬(ছয়) মাসের অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি :

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এ পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী এর মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন অথবা কেন্দ্রীয় তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিতে হইবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে;

তারিখ : ১৬ ভাদ্র, ১৪৩২/৩১ আগস্ট, ২০২৫

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৬.০০৮.২৫-১০২**—এস.আর.ও নং-১৭৮-আইন/২০২০, তারিখ : ২৯ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২নং আইন) এর ধারা ১৩৮ উপ-ধারা (৪), উপ-ধারা (৩) এর সহিত পঠিতব্য, এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব আবদুল মোতালেব (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ৫০৫১৮৭৮৫৭৬), সভাপতি, চট্টগ্রাম লবণ শ্রমিক লীগ, রেজি নং চট্ট-২৬২, স্ট্র্যান্ড রোড, মাঝিরঘাট, সদরঘাট, চট্টগ্রাম, মোবাইল নম্বর : ০১৭১১-০২৫৫৯০, বর্তমান ঠিকানা: ৩৯, আকবর সল্ট, স্ট্র্যান্ড রোড, ডাকঘর-সদর-৪০০০, থানা-সদরঘাট, চট্টগ্রাম, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-বিলবিলাস, ডাকঘর-বিলবিলাস, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী-কে 'সল্ট ক্রাশিং' শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণের প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নতম মজুরী বোর্ড অতঃপর উক্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর সদস্য নিয়োগ করা হয়; এবং

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ উক্ত বিধিতে উল্লিখিত, এর ১২৩(৬) বিধান এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'সল্ট ক্রাশিং' শিল্প সেক্টরে উক্ত বোর্ডের শ্রমিকগণের প্রতিনিধি জনাব আবদুল মোতালেব এর আসন এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করিল।

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৬.০০৮.২৫-১০১**—নম্বর-৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০৫৯.১৭.৬৮, তারিখ : ১৯ মার্চ, ২০২৩ মোতাবেক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২নং আইন) এর ধারা ১৩৮ উপ-ধারা (৪), উপ-ধারা (৩) এর সহিত পঠিতব্য, এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মো: জসিম উদ্দিন সরদার (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ২৮৪৫২৬৮০৯৯), সভাপতি, বাংলাদেশ স্থল বন্দর শ্রমিক লীগ, রেজিঃ নং-বি-২১৪৭ ও বাংলাদেশ স্থল বন্দর শ্রমিক ফেডারেশন, রেজিঃ নং-বি-২০৯৪, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গাবতলী, ডাকঘর: এলাহীপুর, উপজেলা: সদর দক্ষিণ, জেলা: কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা: ৪৬০/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯। মোবাইল নম্বর: ০১৭৬৬-৯৭৫৪৮৪ কে "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণের প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নতম মজুরী বোর্ড অতঃপর উক্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর সদস্য নিয়োগ করা হয়; এবং

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ উক্ত বিধিতে উল্লিখিত, এর ১২৩(৬) বিধান এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'বাংলাদেশ স্থল বন্দর' শিল্প সেক্টরে উক্ত বোর্ডের শ্রমিকগণের প্রতিনিধি জনাব মো: জসিম উদ্দিন সরদার এর আসন এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা- ১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৯ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০১৪.২৩-১০৪—যেহেতু, জনাব জিলাল হোসেন (পরিচিতি নং-১৬০৫৫), প্রথম সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ হাইকমিশন, বন্দরসেরী বেগওয়ান, ব্রুনাই দারুসসালাম পদে ১৮-০৭-২০১৮ তারিখ হতে কর্মরত রয়েছে। উক্ত পদে কর্মকালে তিনি ১২-১২-২০২২ তারিখ ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড, বাল্টিমোর কাউন্টি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ পাবলিক পলিসি প্রোগ্রামে পিএইচডি কোর্সে চার বছরের জন্য শিক্ষা ছুটির আবেদন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'বিবেচ্য Doctorate Program সম্পন্ন করতে সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লেষ নেই এবং পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হিসাবে তাঁর টিউশন ও অন্যান্য ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের School Funding থেকে নির্বাহ করা হবে'। কিন্তু আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে ফান্ডিং এর বিষয়ে ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০১৯.১৯.০৬৪.১৮.১০৩৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কোন তহবিল হতে শিক্ষা ছুটির ব্যয় নির্বাহ করা হবে তা স্পষ্টীকরণের জন্য তাঁকে পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ই-মেইল মারফত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর আরেকটি আবেদন দাখিল করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুলিপি প্রেরণ করেছেন। উক্ত আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর পিএইচডি প্রোগ্রাম ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ শুরু হতে যাচ্ছে এবং তাঁর ছুটির আবেদনটি এখনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি, তাই যথাসময়ে শিক্ষা ছুটির অনুমতি পেতে বিলম্ব হবে। তাঁর আবেদন পর্যালোচনায় বর্তমানে তিনি পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাঁর অনুকূলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ হতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ২৮ (আটাশ) স্বদেশ ভিত্তিক ছুটি (Home Leave) মঞ্জুর করা হয় এবং উক্ত ছুটি তিনি ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ হতে ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ভোগের লক্ষ্যে হাই কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তিনি উক্ত অনুমোদিত ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করায় বাংলাদেশ হাইকমিশন, ব্রুনাই দারুসসালাম কর্তৃক ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের পত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় এবং তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়টি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের পত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। তিনি অনুমোদিত ছুটি শেষ হওয়ার পর ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে ০৯ (নয়) মাসের বেশি সময় বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে রুজুকৃত ১৯/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ০২-১১-২০২৩ তারিখের ৬২ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জিলাল হোসেন-এর বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অদ্যাবধি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেননি। এ বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৩) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা অথবা তদন্ত বোর্ড নিয়োগের বিধান রয়েছে বিধায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব শেলিনা খানম (পরিচিতি নম্বর-১৫৩৯৪), যুগ্মসচিব (সিআর-৩ শাখা) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বর্তমানে যুগ্মসচিব (সওব্য-২ অধিশাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব শেলিনা খানম ২৭-০৬-২০২৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৮) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক তাকে কেন 'চাকরি হতে বরখাস্ত করণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জিলাল হোসেন (পরিচিতি নং-১৬০৫৫)-এর নিকট দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-১ শাখার সরকারি ই-মেইল [dis1@mopa.gov.bd] হতে গত ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত ই-মেইল [luck27hossain@gmail.com] এ প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যবহার করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এবং তদন্তে প্রমাণিত অভিযোগের বিপরীতে কোনো সন্তোসষজনক বক্তব্য প্রদান করতে সক্ষম হননি বিধায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসাবে 'চাকরি হতে বরখাস্ত করণ' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। কমিশন জনাব জিলাল হোসেন-কে 'চাকরি হতে বরখাস্ত করণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

০৪। যেহেতু, জনাব জিলাল হোসেন (পরিচিতি নং-১৬০৫৫), প্রথম সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ হাইকমিশন, ব্রুনাই-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে **'চাকরি হতে বরখাস্ত করণ'** নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব জিলাল হোসেন (পরিচিতি নং-১৬০৫৫), প্রথম সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ হাইকমিশন, ব্রুনাই-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মতে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে **'চাকরি হতে বরখাস্ত করণ'** নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৮ ভাদ্র ১৪৩২/০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৭.২৭.০০৪৭.২৫–২৬৬—যেহেতু, জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (বিপি-৮১১১১৪৭৫৫৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর অঞ্চল, গাজীপুর ইতঃপূর্বে ০৮-০৩-২০২১ হতে ০৫-১১-২০২২ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গৌরিপুর সার্কেল, ময়মনসিংহ হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জনাব মোঃ নুরুল আমিন, পিতাঃ মোঃ হাসেন আলী, সাং- সিংরইল বড়বাড়ী, থানাঃ নান্দাইল, জেলাঃ ময়মনসিংহের দাখিলকৃত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৭(সাত) জন আসামীর বিরুদ্ধে নান্দাইল, নান্দাইল মডেল থানার মামলা নং-৩২, তারিখঃ ২৯-০১-২০২১, ধারা-১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৩৭৯/৩৮০/৪২৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড রুজু হয়। মামলাটি প্রথমে এসআই (নিরস্ত্র) নাজিম উদ্দিন এবং পরবর্তীতে এসআই (নিরস্ত্র) কে এম মনিরুজ্জামান তদন্ত করেন। উক্ত তদন্তকারীগণ তদন্তভার গ্রহণ করে ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে তদন্তকার্য সম্পাদন করে এসআই (নিরস্ত্র) কে এম মনিরুজ্জামান মামলার বাদীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ২১১ ধারা মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিজ্ঞ আদালতে মিথ্যা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের নিমিত্ত ০৮-০৮-২০২১ তারিখ মামলার ডকেট অফিসার ইনচার্জ, নান্দাইল মডেল থানার নিকট উপস্থাপন করলে তিনি এরূপ ত্রুটিপূর্ণ চূড়ান্ত রিপোর্ট দীর্ঘ ১ মাস পর ০৭-০৯-২০২১ তারিখ অগ্রগামী করেন। কিন্তু উক্ত মামলাটির কেস ডাইরি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্তকালে তিনি তদন্তকারীকে কোনো লিখিত দিক-নির্দেশনা প্রদান বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। এর ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তার খেয়াল খুশিমতো থানায় বসে তদন্তকার্য পরিচালনা করে মেডিকেল রিপোর্টের মতামত দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ না করে চূড়ান্ত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের জন্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন না তুলে (query) চূড়ান্ত রিপোর্ট অগ্রগামী করেছেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ , ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। এ ছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের চিকিৎসা সনদপত্র দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনায় না নিয়ে প্রাইভেট ম্যাডিল্যাব হেলথ সেন্টার কর্তৃক সিটিস্ক্যান রিপোর্টকে প্রাধান্য দিয়ে শুধুমাত্র সাক্ষীদের জবানবন্দির ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তিনি চূড়ান্ত রিপোর্ট নং-৩৬, তারিখ-০৮-০৮-২০২১ এবং বাদীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ২১১ ধারায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের জন্য অগ্রগামী করেছেন এবং উক্ত মামলায় পুলিশের এসআই (নিরস্ত্র) কে এম মনিরুজ্জামান কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে গৃহীত হওয়ার পর বাদীর নারাজীর প্রেক্ষিতে ২৭-০২-২০২২ তারিখ অধিকতর তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিজ্ঞ আদালত সিআইডি, ময়মনসিংহকে নির্দেশ প্রদান করেন। তদপ্রেক্ষিতে সিআইডি, ময়মনসিংহের এসআই (নিরস্ত্র) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তদন্তভার গ্রহণ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পূর্ববর্তী তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক অঙ্কিত সূচীসহ ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্রের সাথে গরমিল পাওয়ায় নতুনভাবে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অঙ্কন করতঃ সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র নং-৭৭, তারিখঃ ০৯-০৪-২০২৩, ধারা-১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৫০৬/৪২৭/১১৪/৩৪ পেনাল কোডে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত রিপোর্ট অগ্রগামী করার অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। পরবর্তীতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৭-০৮-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০২। যেহেতু, শুনানিকালে বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লিখিত মামলাটি দুজন তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ তৈরি করে তদন্ত করেন এবং সেটি পূর্ববর্তী কর্মকর্তা তদারকি করেন। অফিসার ইনচার্জের উপর আস্থা রেখে তার প্রেরিত চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রেরণের দুই দিনের মধ্যে তিনি তা অগ্রগামী করেন। মেডিকেল রিপোর্ট বা সার্টিফিকেট, লিখিত জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি;

০৩। সেহেতু, জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (বিপি-৮১১১১৪৭৫৫৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর অঞ্চল, গাজীপুর ও সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গৌরিপুর সার্কেল, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য পালনের নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সতর্ক করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১১০৮—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে রাজপাড়া থানার মামলা নং-২৩ তারিখ: ২৩-০৪-২০২৫ খ্রি: অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৯৫-ক ধারামতে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ ভাদ্র ১৪৩২/০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৬.২০১৯–৩৫০—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহীন উদ্দিন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপবিভাগ-২, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯–৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১৫/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি ২০-১০-২০১৯ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং গত ১২-১২-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি করে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহীন উদ্দিন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপবিভাগ-২, পাবনা এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৮-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় গুরুদণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব শাহীন উদ্দিনকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন।

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ শাহীন উদ্দিন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপবিভাগ-২, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহীন উদ্দিন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপবিভাগ-২, পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪-০৭-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯–১২১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩৬.২০১৯–৩৪৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯–৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত

কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন যাচাই বাছাই ও অনুমোদন এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ২১/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০-১০-২০১৯ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং গত ২২-১২-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৫-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় গুরুদণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ক) অনুযায়ী তাকে 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ক) অনুযায়ী তাকে 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ক) অনুযায়ী 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪৩২/০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ২৫.০৪.০০০০.০১৪.০৬.০০৮.৯৫(অংশ)–৫৮০—হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর গভর্নিং কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আইন, ২০১৮ এর ৭ নং ধারায় ১ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালনা পরিষদের নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তসহ পরিচালনা পরিষদ নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

ক্রম.	নাম/পদবি	সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম	পদাধিকার/মনোনীত
১.	মাননীয় উপদেষ্টা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
২.	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	ভাইস চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
৩.	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৪.	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৫.	চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)

ক্রম.	নাম/পদবি	সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম	পদাধিকার/মনোনীত
৬.	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৭.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিল্প গবেষণা পরিষদ	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৮.	জনাব মোঃ হায়দার আলী, যুগ্মপ্রধান (যুগ্মসচিব) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
৯.	মোঃ আবুল বাশার, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১০.	জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন, যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১১.	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১২.	অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ জাকিউল ইসলাম, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৪.	অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুস সালাম, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৫.	প্রকৌশলী মোঃ আবুল হাশেম, এফ/৮৯৩৬, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি; এবং চেয়ারম্যান নান্দনিক বিল্ডার্স লিমিটেড, সায়হাম স্কাই ভিউ টাওয়ার (সি-১০), ১৯৫, সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, বিজয় নগর, ঢাকা।	বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৬.	স্থপতি খান মোঃ মাহফুজুল হক, সদস্য নং-এইচ-০৫৯, পদবিঃ সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই), মোবাইল নাম্বার: ০১৭১১৫৯৫৭৫৪।	ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্ট, বাংলাদেশ	সদস্য
১৭.	ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম বিটু, প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার, দ্য ডিজাইনার্স এন্ড ম্যানেজারস।	ইমারত ডিজাইন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত	সদস্য (মনোনীত)
১৮.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী ভূইয়া, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিয়েল এস্টেট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)।	রিয়েল স্টেট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৯.	প্রকৌশলী কাজী আবিদ হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কনফিডেন্স ডিজাইন এন্ড কন্সট্রাকশন লিমিটেড।	ইমারত নির্মাণ ফার্ম কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
২০.	প্রিন্সিপাল রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার	এইচবিআরআই কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
২১.	প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার	এইচবিআরআই কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
২২.	মহাপরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	পদাধিকার বলে	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)

০২। বর্ণিতাবস্থায়, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আইন, ২০১৮ এর ৭ নং ধারায় ১ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ এ আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য পুনর্গঠন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
যুগ্মসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখা

শোকবার্তা

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪৩২/০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **০৫.০০.০০০০.১৩০.৩২.০৩৩.২৫.৮০৮**—জনাব হাওলাদার মোঃ রকিবুল বারী (৫৭৮২), অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় গত ২৮ জুন ২০২৫ তারিখে কর্মরত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

০২। মরহুম হাওলাদার মোঃ রকিবুল বারী, ৩১ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০১ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে ১১তম ব্যাচে যোগদান করেন। তিনি গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বশেষ সচিব (অতিরিক্ত সচিব), তথ্য কমিশন হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। মরহুম হাওলাদার মোঃ রকিবুল বারী তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান, মা, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম হাওলাদার মোঃ রকিবুল বারী-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মৃতের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৫.০০২১.১৬.২৫৫—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম (৩০০২৮১), উপ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা (প্রাক্তন উপ কমিশনার, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম) সরকার কর্তৃক গত ১২ মে ২০২৫ তারিখ রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারির পর এর বিরোধিতা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট এবং আয়কর বিভাগের কর্মচারীদের কর্মসূচী চলাকালীন দায়িত্বরত কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে বাধা প্রদান এবং কাজ ত্যাগ করে রাজস্ব ভবনে আসতে বাধ্য করতে সংগঠকের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; সেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম (৩০০২৮১), উপ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট খুলনা-কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪৩২/০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.৩১৫.১৬.৪৪৫—পরিকল্পনা বিভাগের ১০-০৮-২০২৫ তারিখের ২০.০০.০০০০.৩০৩.২৮. ০০২.১২.৪০৩ নং মঞ্জুরি আদেশমূলে পরিকল্পনা বিভাগের আইসিটি সেলের মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার এর পদনাম পরিবর্তন করে রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী নামকরণ করা হয়েছে। তদ্‌প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বিভাগের মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত কর্মকর্তার পদনাম নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তন করা হলো:

ক্র.নং	কর্মকর্তার নাম	বিদ্যমান পদবি	পরিবর্তিত পদবি
১.	জনাব মো: মাইনুল হাসান	মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী

০২। পদবি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পদের কার্যক্রম, পদ মর্যাদা, বেতন-ভাতাদির কোনো পরিবর্তন হবে না।

০৩। আদেশ জারির তারিখ হতে কর্মকর্তার পরিবর্তিত পদনাম কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কামরুল হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ ,শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫ (অংশ-২).৪৪—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত মৌজার খতিয়ানটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	থানা	জেলা	মন্তব্য
০১	রাজাবাজার	৩	০১ (এক) টি	৭১	তেজগাঁও	ঢাকা	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দায়েরকৃত ৫১৮১/২০০৬ নং রিট পিটিশন ও সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের দায়েরকৃত ১৩২৪/২০১৯ নং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নিস্পত্তি হওয়ায়।

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ /০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৭.২৪.১৭০—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	খোজাপুর	৯৪	৩১৭	০১	বিরল	দিনাজপুর
২	বাজনাহার	১৩৯	৩৪৮	০১	বিরল	দিনাজপুর
৩	ফতেপুর	১৮৩	৩০২	০১	বিরল	দিনাজপুর
৪	ভগবতীপুর	২২০	৩২৫	০১	বিরল	দিনাজপুর
৫	উত্তর হজরতপুর	৭৪	৫০৪	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৬	বিঝটী	১১২	২৪৮	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৭	অভিরামপুর	৬৭	৪৩৬	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
৮	উত্তর হরিরামপুর	৩৭	৩২৭	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
৯	বিশ্বনাথপুর	৮২	৩৮৯	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
১০	সেয়ালা	১৬৮	৪২৬	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
১১	ধনঞ্জয়গাড়ী	৬২	২৩৭	০১	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১২	আরাজী ফরিদপুর	০৮	১৯২	০১	ঠাকুগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
১৩	আরাজী সালন্দর	১০৩	১০৫	০১	ঠাকুগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
১৪	দক্ষিণ আরাজী কৃষ্ণপুর	১০৫	১৫৭	০১	ঠাকুগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
১৫	মেসনী	০৪	৩১৪	০১	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও
১৬	বেলবাড়ী	৪৫	৪৪১	০১	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও
১৭	বেঙ্গারোল জিয়াবাড়ী	৩৫	৭১২	০১	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও
১৮	দূর্গাপুর	৭৬	৮০৫	০১	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও
১৯	কিসমত পলাশবাড়ী	৬৭	৫৭৪	০২	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
২০	লেহেম্বা	১২১	৪৯৬	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
২১	ননতোর	০৮	২২৮	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
২২	মেনাগ্রাম	৩৪	২১৮	০১	বোদা	পঞ্চগড়
২৩	ডাবরভাঙ্গা	৩৯	২৭৭	০১	বোদা	পঞ্চগড়
২৪	ঝলঝলি সুভাসুজন	৪২	২৩৭	০১	বোদা	পঞ্চগড়
২৫	বেংহারী	৪৪	২২৭	০১	বোদা	পঞ্চগড়
২৬	ডাবর ভাঙ্গা	৪৫	২৬১	০১	বোদা	পঞ্চগড়
২৭	বেঙ্গাহারি	৭৪	৩৪৩	০১	বোদা	পঞ্চগড়
২৮	বারপাটিয়া	১১০	২০৯	০১	বোদা	পঞ্চগড়
২৯	আরাজী কৃষ্ণনগর	১৮	১৪৫	০১	আটোয়ারী	পঞ্চগড়
৩০	দুহসুহ	৫২	৫৮৪	০২	আটোয়ারী	পঞ্চগড়

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.১৭২—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কৈখালী	৭৬	৩১১৬	১১	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
২	কচুবুনিয়া	৬১	২১৩২	৫	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৮.২৪.১৭৩—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির খতিয়ানের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	থানা	জেলার	মন্তব্য
০১	বাউনিয়া	০১	০২ (দুই)টি	১০৬৯১ ও ১২৯১০	পল্লবী	ঢাকা	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৬০৯৮/২০০৩, ৬০৯৯/২০০৩ ও ৬২৫৯/২০০৩ নং রিট পিটিশন নিষ্পত্তি হওয়ায়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.১১.০০০৩.২৫.৬৪২—স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জারীকৃত ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.২৭.০০০২.২৪-৯৯৮ নং প্রজ্ঞাপনের ক্রমিক নং-১৮১ সংশোধন করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা)(সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ৪২(ক) এর উপধারা (১) মোতাবেক পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে বরগুনা পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো:

জেলার নাম	পৌরসভার নাম	নিয়োগকৃত প্রশাসক-এর নাম ও পদবি
বরগুনা	বরগুনা পৌরসভা	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জেলা-বরগুনা

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা)(সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ৪২(ক) এর উপধারা (৩) মোতাবেক পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। নিয়োগকৃত প্রশাসক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালীন তিনি বিধি মোতাবেক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া, অন্য কোন আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ কবির উদ্দীন
যুগ্মসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪৩২/০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২১.১৯-৩৬১—যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলে হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রুপপুর গ্রীনসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরো একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১৩/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০-১০-২০১৯ তারিখ প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং গত ১৩-০২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানিঃ গ্রহণ করা হয়। অত:পর উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফজলে হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ০১-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৩-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন জনাব মোঃ ফজলে হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ ফজলে হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪৩২/০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩৩.১৯-৩৫৩—যেহেতু জনাব খন্দকার মোঃ আহসানুল হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীনসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরো একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১৪/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৫-১০-২০১৯ তারিখ প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং গত ১২-০২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব খন্দকার মোঃ আহসানুল হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ২৮-০৫-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৮-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় গুরুদণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব খন্দকার মোঃ আহসানুল হক , উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (৩) (খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে কমিশন একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। সেহেতু, জনাব খন্দকার মোঃ আহসানুল হক , উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৩) (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ভাদ্র ১৪৩২/০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৫.০০১.২৫.১০৩**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ **প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "বাংগুরা গ্যাস ফিল্ডে কর্মরত তাল্লো বাংলাদেশ লিমিটেড"** শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ১০২(২) অনুযায়ী সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা ৫৬ ঘন্টা হিসাবে দৈনিক গড়ে সর্বোচ্চ ৯.৩৩ ঘন্টা কর্মঘন্টার বিধান শিথিল করে বর্ণিত আইনের শিথিল/অব্যাহতি সংক্রান্ত ১০২(২) ধারার বিধানের আলোকে মাসে ১৪ দিন ডিউটি ও ১৪ দিন ছুটি এবং ১৪ দিন ডিউটির ক্ষেত্রে ১২ ঘন্টা শিফটিং ডিউটি নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল:

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রমিক আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

২। কোনো শ্রমিক দ্বারা তার সম্মতি ব্যতিরেকে অধিক সময় কাজ করানো যাইবে না;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির গুণ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

Ministry of Enviornment Forest and Climate Change
Bangladesh Secretariat, Dhaka
Forest-02, Section

Notification

Date: 07 November 2025

No. **22.00.0000.067.06.002.24.328**—The Ministry of Enviornment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh, is Plesed to constitute a National Committe on Man and Biosphere (MAB) with a view to strengthening the MAB related activities in Bangladesh as follows:

1.	Secretary, Ministry of Enviornment, Forest and Climate Change	Chairman
2.	Representative from the Ministry of Foreign Affiars (Not below the rank of Joint Secretary)	Member
3.	Representative from the Secondary and Higher Education Division (Not below the rank of Joint Secretary)	Member
4.	Representative from the Ministry of Science and Technology (Not below the rank of Joint Secretary)	Member
5.	Representative from the Ministry of Fisheries and Livestock (Not below the rank the rank of Joint secretary)	Member
6.	Representative from the Ministry of Civil Aviation and Tourism (Not below the rank of Joint Secretary)	Member

7.	Representative from the Ministry of Water Resources (Not below the rank of Joint Secretary)	Member
8.	Representative from the Ministry of Agriculture (Not below the rank of Joint Secretary)	Member
9.	Additional Secretary (Admin/Enviornment) MoEFCC	Member
10.	Director General, Directorate of Enviornment	Member
11.	Chief Conservator of Forest, Bangladesh Forest Department	Member
12.	Chairman, Depertment of Botany, University of Dhaka	Member
13.	Chairman, Institute of Forestry & Environmental Sciences, Chittagong University	Member
14.	Country Representative, International Union for Conservation of Nature (IUCN)	Member
15.	Representative from the Bangladesh Forest Research Institute (BFRI)	Member
16.	Director (Program), Bangladesh Enviornmental Lawyers Association (BELA)	Member
17.	Secratary, Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU), Ministry of Education	Member
18.	Joint Sectetary (Forest), MoEFCC	Member Secretary

2. The terms of Reference of the National Committee on Man and Biosphere will be as follows:

1) The Committe will be responsible for the activities of the country to the International Man and Biosphere (MAB) programme in the field of Biodiversity conseravation, Sustainable Develoment, and Information Sharing etc.

2) In co-operation with National Commission, it will a serve as liaison committee between different institutions and UNESCO MAB Secretariat.

3) Will serve as member or an observer in the session of the MAB International Co-ordinating Council, whenever necessary.

4) Organize periodic meetings and prepare a report on national activities to be addressed to the MAB Secretariat at least every two years, or whenever considered necessary.

5) Advise on policy and programme formulation for Biosphere Reserve Programme in the country.

6) Oversee the implementation of the Management Action Plans, including Minitoring and evaluation.

7) Suggest priority areas for Management and Scientific Research in the potential sites for Biosphere Reserves.

8) Approval of proposals for setting up new Biosphere Reserves

9) Approve guidelines for inviting the research proposals from different organizations/institutions in the field of Biosphere Reserves.

10) Make mind-term appraisal of ongoing research project and evulate the findings of the completed projcects for the irpotential use.

3. The Chiarman of the committee may co-opt expert (s) whenever considered necessary.

Parvez Chawdhury
Deputy secretary.

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ ভাদ্র ১৪৩২/১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৭.২৪-২৮৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ হামিদুল আলম, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৭২০১১১৯৭৩০), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত ইতঃপূর্বে অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ১৭-০৯-২০২৩ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকার জিএ/৫১-২০১০/২৯৬৭ নং স্মারকমূলে এবং গত ১৯-০৮-২০২৩ তারিখ বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বিএমপি (স্টেনো-১)/ইস্স/এলএপি/ছুটি/২০২৩/৬৪৬ নং স্মারকমূলে ১৫ দিনের গড় বেতনে অর্জিত ছুটি (এলএপি) মঞ্জুর করা হয়। তিনি উক্ত ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে গত ২৭-০৯-২০২৩ তারিখ কর্মস্থল ত্যাগ করার পর ছুটি শেষে গত ১৩-১০-২০২৩ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও সরকারি/বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল/কেন্দ্রিয় পুলিশ হাসপাতালালের মাধ্যম ব্যতীত শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রথমে ১৭ দিনের বিশ্রাম উল্লেখ করে প্রাইভেট ডাক্তারের পৃথক দুটি ব্যবস্থাপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট হোয়াটস্অ্যাপে (WhatsApp) প্রেরণ করেন। উল্লিখিত দুইবার বিশ্রাম শেষে গত ১৯-১১-২০২৩ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি যোগদান না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক বা লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। একইসাথে তিনি ছুটিতে গিয়ে দীর্ঘদিন বিনা অনুমতিতে অতিবাস করে নিজ এলাকায় অবস্থানপূর্বক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৪ এর তবলা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী তার স্ত্রী জনাব শাহাজাদী আলম লিপি-এর নির্বাচনী ক্যাম্প/অফিস উদ্বোধন করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৩-০৭-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

২। যেহেতু, শুনানিকালে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব মোঃ রুহুল আমিন (বিপি-৭২৯৯০৮৮৪৩৩), ডিআইজি, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে ছুটিতে গিয়ে স্ত্রীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও তিনি গত ২৭-০৯-২০২৩ তারিখ ১৫ দিনের অর্জিত ছুটিতে গিয়ে ছুটিভোগ শেষে ১৩-১০-২০২৩ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক কিংবা লিখিত অনুমতি ব্যতীত ৯৩ (তিরানব্বই) দিন (১৩-১০-২০২৩ হতে ১৩-০১-২০২৪) অতিবাস করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করে অর্জিত ছুটিতে গিয়ে দীর্ঘদিন অতিবাস করেন। তার এহেন কর্মকাণ্ড 'অসদাচরণ' হিসাবে পরিগণিত হয় মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন; এবং

৪। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ১ম ও ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদি পুনরায় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনের মতো কোনো যুক্তি তিনি উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি; এবং

৬। যেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(খ) অনুসারে গুরুদণ্ড হিসাবে তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান'-এর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

৭। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬নং প্রবিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন-এর পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গত ২৭-০৭-২০২৫ তারিখ ২৮৫ নম্বর স্মারক পত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসাবে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' এর দণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

৮। যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৬) অনুসারে জনাব মোঃ হামিদুল আলম, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৭২০১১১৯৭৩০), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত ও সাবেক অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল-কে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

৯। সেহেতু, জনাব মোঃ হামিদুল আলম, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৭২০১১১৯৭৩০), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত ও সাবেক অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(খ) অনুসারে তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : ফৌজদারী মামলায় অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন (Interim Investigation Report) দাখিল সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৫.০৫.০০২.১৬-৩২২**—ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থাকে জনবান্ধব ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি Code of Criminal Procedure, 1898-এ ধারা 173A সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হয়রানিমূলকভাবে কারো নাম কোনো মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে (এফআইআর) অন্তর্ভুক্ত করা হলে, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং এরূপ প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে আদালত কর্তৃক অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদানের বিধান করা হয়েছে। উক্ত অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তত্ত্বাবধান করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে, মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিম্নরূপ ৩টি কমিটি গঠন করা হলো :

(ক)	**জেলা পর্যায়ে**		
১.	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	:	আহ্বায়ক
২.	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
৩.	পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)	:	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্)	:	সদস্য সচিব

(খ)	**মেট্রোপলিটন এলাকা পর্যায়ে**		
১.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	:	আহ্বায়ক
২.	বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি	:	সদস্য
৩.	বিজ্ঞ মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর	:	সদস্য
৪.	পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, মেট্রোপলিটন পুলিশ	:	সদস্য সচিব

জেলা ও মেট্রোপলিটান এলাকা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জুলাই-আগস্ট, ২০২৪ এ সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলার তথ্য সংগ্রহ ও তালিকা প্রস্তুত করা;

(২) Code of Criminal Procedure, 1898-এ ধারা 173A সংযোজনের পর পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ সুপার কর্তৃক সারাদেশে কতটি মামলায় অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ হয়েছে এবং কতটি মামলায় অনুরূপ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এর তথ্য সংগ্রহ ও তালিকা প্রস্তুত করা;

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898-এর ধারা 173A-এর অধীন অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা;

(৪) তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কতটি অভিযোগের অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং তার ভিত্তিতে কতজনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা; এবং

(৫) কমিটি প্রতিমাসে পাক্ষিকভাবে/দুইবার উল্লিখিত তথ্যাদিসহ মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(গ)	**মন্ত্রণালয় পর্যায়ে**		
১.	মাননীয় উপদেষ্টা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	যুগ্মসচিব (আইন), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিচে নয়)	:	সদস্য
৬.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, আইন-১ শাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য সচিব

মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জুলাই-আগস্ট, ২০২৪ এ সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে দায়েরকৃত মামলার বিষয়ে জেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(২) Code of Criminal Procedure, 1898-এর ধারা 173A এর অধীন অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ সুপারগণ কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা; এবং

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898-এর ধারা 173A-এর অধীন অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং উক্ত বিষয়ে জেলা কমিটির কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি পর্যলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

২। এই পরিপত্র জারির পর জননিরাপত্তা বিভাগের ০৮-১২-২০২৪ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০৫.০০২.২০২৪-৮৪২ এবং ১৩-০৫-২০২৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০৫.০০২.২০২৪-৪০৮ নম্বর পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.১১২১**—রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া মডেল থানার মামলা নং-০৪, তারিখ : ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ এর ঘটনাস্থলে হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২)} ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সুপারিশের আলোকে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারাধীন আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য (FRT) গ্রহণক্রমে মামলা নিষ্পত্তির জন্য সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০২৫)-এর ৪০(২) ধারা মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.১১২২**—দিনাজপুর জেলার কোতয়ালী থানার মামলা নং-৪৭/৬৫৩ (জিআর), তারিখ : ২৪-১০-২০২৪ খ্রিঃ এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)১০/১১/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১১৮.২১.৩৫৩**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১১৩১২ ক্যাপ্টেন জান্নাতুল ফেরদৌস, এএসসি- কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩০ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.১৮১**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটি স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পশ্চিম চিপাবারইখালী	১১১	২৬১৫	০৬	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.১৮২**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কালিকাবাড়ী	৮৭	৯৫৭	০২	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ ভাদ্র, ১৪৩২/১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নং **১৮.০০.০০০০.২৪.৯৯.০১.২০২৫-৪৭৭**—বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৭ এর আলোকে নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে মনিটরিং কমিটি পুন:গঠন করা হলো :

	সভাপতি
ক	মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা

	সদস্যবৃন্দ
খ	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন উপযুক্ত কর্মকর্তা
গ	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক মনোনীত অনধিক ৪(চার) জন- (১) প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম (২) চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শিপ এসোসিয়েশন (বগসোয়া), ঢাকা। (৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম। (৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম।
	সদস্য-সচিব
ঘ	চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। **শর্তসমূহ :**

ক। স্টেকহোল্ডারদের মধ্য হতে মনোনীত সদস্যগণ ২(দুই) বৎসর মেয়াদের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে;

খ। সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

গ। মনিটরিং কমিটি ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং প্রত্যেক বৎসর অন্যূন ২(দুই) টি সভায় মিলিত হইবে;

ঘ। সভাপতিসহ অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

৩ । **কমিটির কার্যপরিধি :**

বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা), আইন, ২০১৯ এর উদ্দেশ্য পূরণ এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২৩ এর প্রায়োগিক বিষয়াবলি তদারকিকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. এম, এম, মাজেদুল ইসলাম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ ভাদ্র ১৪৩২/০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.০২.১১৬.১৬.৩৭৯**—সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ৮৪(৩) বিধি মোতাবেক সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) পরিচালনার নিমিত্ত ১৪-০৮-২০২৫ তারিখ হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	পদবি ও ঠিকানা	কমিটিতে পদবি
০১	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	সভাপতি (পদাধিকারবলে)
০২	পরিচালক (সরেজমিন), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ঢাকা	সদস্য (পদাধিকারবলে)
০৩	অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা	সদস্য (পদাধিকারবলে)
০৪	অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব (পদাধিকারবলে)
০৫	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন	সদস্য (সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত)
০৬	জনাব মোঃ মারুফ বিল্লাহ পিতা : এস, কে রুহুল কুদ্দুস মাতা : রাশিদা বেগম মিশুক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড, স্বপ্ন বিলাস, ৪/৯২ মুজগুন্নি মহাসড়ক, জিপিও ৯০০০, খালিশপুর, খুলনা।	সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাহ্‌রিন সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
(ছুটিকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)।